সমকাল

তারিখ ... 20 NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫

জবির ৯০ ভাগ শিক্ষার্থীই পরিবহনসেবা বঞ্চিত

■ লতিফুল ইসলাম

ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ৯০ ভাগ শিক্ষার্থীই পরিবহনসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১৯ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য বাস বরাদ্দ রয়েছে মাত্র ১৬টি। এগুলো প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী বহন করতে সক্ষম। বাকি ১৭ হাজারই থাকছেন পরিবহন সেবার বাইরে। এতে প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। এক্ষেত্রে নতুন বাস যুক্ত করার পাশাপাশি বর্তমানে ডাবল ট্রিপ চালু করলে সমস্যা কিছুটা কমে আসিবে বলে মনে করছেন শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, পুরান ঢাকায় ব্যাপক যানজট থাকে। ফলে বাস ডাবল ট্রিপ করার কোনো সুযোগ নেই। তবে যে রুটে শিক্ষার্থী বেশি সেই রুটে নতুন বাস দেওয়া যেতে পারে। এ সমস্যা কমাতে চলতি বছর পাঁচটি বাস বাড়ানো হবে বলে তিনি জানান।

একই রুটে সমান দূরত্বে শিক্ষকদের বাস দু'বার যাতায়াত করলে শিক্ষার্থীরা কেন এই সুবিধা পারেন না। এ ব্যাপারে উপাচার্য বলেন, শিক্ষকদের বাসে ডাবল ট্রিপ বন্ধ করা হবে। কারণ ডাবল ট্রিপের বাসে চার থেকে পাঁচজন শিক্ষক যাতায়াত করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন দপ্তর সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাকা ও ঢাকার বাইরে ১৬টি রুটে ২৬টি বাস চলাচল করে। এর মধ্যে শিক্ষকদের ১০টি বাসের মধ্যে দুটি নষ্ট। শিক্ষার্থীদের ১৬টি বাসের মধ্যে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানাধীন এবং ১২টি দোতলা বাস বিআরটিসির কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া। এই ১৬টি বাসের ধারণক্ষমতা প্রায় দুই হাজার জনের। বাকি শিক্ষার্থীদের কোনো পরিবহন ব্যবস্থা নেই। ফলে প্রতিনিয়ত ধারণক্ষমতার দুই থেকে তিন গুণ বেশি শিক্ষার্থী ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন। এতে প্রায়ই দুর্ঘটনায় কবলে পড়েন শিক্ষার্থীরা। ২০১৫ সালে মারাও গেছেন এক ছাত্র। গত ১৯ সেপ্টেম্বর সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান আরেক শিক্ষার্থী।

রেজিস্ট্রার অফিসের তথ্যানুযায়ী, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতি সেমিস্টারে যাতায়াত বাবদ ২০০ টাকা করে নেওয়া হয়। যার এক বছরে দুই সেমিস্টার হিসেবে মোট অঙ্ক দাঁড়ায় পৌনে এক কোটি টাকা।

নতুন বাসের দাবি

সুইটি আক্তার নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, রাজধানীর বনশ্রী থেকে ক্যাম্পাসে যাই। উত্তরা হয়ে বাসটি বনশ্রী আসার আগে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। যেখানে ওঠার কোনো সুযোগ থাকে না। বাস কমিটির নাম ভাঙিয়ে কয়েক শিক্ষার্থী মেয়েদের সিট দখল করে রাখেন। আবার তারা বাসের মধ্যে সিগারেট খান। বিশেষ করে আলাদা বাস না থাকায় হয়রানির শিকার হন মেয়েরা।

ওমর ফারুক নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, বংশী বাসটি রাজধানীর গাবতলী স্টপেজে আসার আগে পূর্ণ হয়ে যায়। তাই ধাক্কাধাক্কি করে উঠতে পারলে উঠি। না পারলে, পাবলিক বাসে ক্যাম্পাসে যাই। বিআরটিসির বাসগুলো অনেক পুরনো হওয়ায় সিটগুলো লক্কর-ঝক্কর হয়ে আছে। ফলে নতুন বাস খুবই জরুরি। পাশাপাশি ডাবল ট্রিপ চালু করলেও সমস্যা কিছুটা কমে আসবে বলেও মনে করেন তিনি।

শিক্ষার্থীরা আরও জানান, দুপুরে ক্লাস থাকলেও সকালেই আসতে হচ্ছে, সকালে ক্লাস শেষ করার পর বিকেলে বাসের জন্য বসে থাকতে হচ্ছে। কোনো কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস ধরতে না পারলে ঘটে বিপত্তি। পাবলিক বাসে অনেক কষ্ট করে যেতে হয়। পরিবহন সংকটে ক্লাস পরীক্ষাও মাঝে মধ্যে মিস হয়ে যায়।